“রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর আহলুল বাইতের ওপর জুলুম এবং সাহাবীদের উত্থান”

সংকলনঃ
আল্লামা সাইফ নাজাফি

maqtabethaqalayn.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আলেমসমাজ ভালোভাবেই অবগত যে উম্মাহর ভেতরে কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিদ্যমান আছে, যারা “সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা”-এর দাবি করতে গিয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তারা কার্যত “আহলুল বাইতের (নবী পরিবারের) প্রতি শত্রুতার দ্বারপ্রান্তে” দাঁড়িয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, এ ধরনের লোকদের দৃষ্টিতে আহলুল বাইতের ইজমা (ঐকমত্য) কোনো কর্তৃত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে গণ্য হয় না, তাদের বক্তব্যও দ্বীনের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয় না; বরং এর বিপরীতে, প্রত্যেক সাহাবীর ব্যক্তিগত মতামত—তিনি যতই অখ্যাত হোন না কেন—তাদের কাছে একটি “চূড়ান্ত প্রমাণ” বলে গণ্য হয়।

এর একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় রিয়াদের সুপরিচিত সালাফি প্রতিষ্ঠান ইমাম মুহাম্মদ ইবন সৌদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষকের রচিত গ্রন্থ আল-মুহায্যাব ফি ‘ইলম উসূল আল-ফিকহ আল-মুকারান গ্রন্থে।

লেখক সেখানে কয়েকটি তাত্ত্বিক বিষয় (কাল্পনিক প্রশ্ন) উত্থাপন করেন এবং এরপর বিভিন্ন মাজহাবের অবস্থান লিপিবদ্ধ করেন। নিম্নোক্ত বিষয়টি লক্ষ্য করুন—

চতুর্থ বিষয়:

আহলুল বাইত ও নবী (ﷺ)-এর বংশধরদের (ইত্রাহ) ইজমা কি দলিল হিসেবে গণ্য হবে?

এর উত্তরে তিনি লেখেন—

এ বিষয়ে দুটি মতামত রয়েছে।

প্রথম মতটি হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ-এর সকল ইমামের মত (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল)।

দ্বিতীয় মতটি হলো শিয়াদের।

এরপর তিনি সুন্নি অবস্থানটি এভাবে উল্লেখ করেন—

প্রথম মত: আহলুল বাইতের ইজমা কোনো দলিল নয়।

অর্থাৎ, তিনি বলেন যে তাদের মতে আহলুল বাইত (আলাইহিমুস সালাম)-এর ইজমা কোনোভাবেই বাধ্যতামূলক বা প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য নয়।

এরপর তিনি আরও যোগ করেন—
“এটাই অধিকাংশ আলেমের মত, এবং এটিই সঠিক মত।”
অতঃপর অন্য পক্ষ সম্পর্কে তিনি লেখেন—
দ্বিতীয় মত: তাদের (আহলুল বাইতের) ইজমা একটি দলিল।
এটাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আহলুল বাইত সম্পর্কে শিয়া আলেমদের অবস্থান: তারা মনে করেন যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আহলুল বাইতের ইজমা (ঐকমত্য) কর্তৃত্বপূর্ণ ও প্রামাণ্য দলিল।
তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেন—
“এটাই ইমামি ও জায়েদি শিয়াদের গৃহীত মত। আহলুল বাইত ও ইত্রাহ বলতে তারা বোঝেন: আলী ইবন আবি তালিব, তাঁর দুই পুত্র হাসান ও হুসাইন এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা—আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।”

অতএব, তাদের মতে শিয়া ইমামি ও জায়েদি মাজহাব আহলুল বাইতের ইজমাকে দলিল হিসেবে গণ্য করে।

এই পর্যায়ে পাঠক লক্ষ্য করবেন যে একই গ্রন্থে লেখক এরপর সাহাবীদের বিষয়ে আরেকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন:
সাহাবীর বক্তব্য কি দলিল হিসেবে গণ্য হবে?

এর উত্তরে তিনি এভাবে বলেন—
প্রথম মত: সাহাবীর বক্তব্য নিঃশর্তভাবে দলিল। অর্থাৎ, তা কিয়াসের (অনুমানভিত্তিক যুক্তি) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক বা না হোক; এবং ঐ সাহাবী হোক খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত কিংবা তাঁদের বাইরে অন্য কেউ।
এরপর তিনি আরও যোগ করেন—
“এটাই অধিকাংশ হানাফি, মালিকি, হাম্বলি এবং বহু শাফেয়ি আলেমের মত। একই সঙ্গে এটি ইমাম শাফেয়ির উভয় মত—প্রথম দিকের ও পরবর্তী দিকের—অবস্থানও বটে, যেমনটি প্রমাণিত হয়েছে।”

এটি কেবল আমার ব্যক্তিগত মত নয়; বরং এটি অধিকাংশ হানাফি আলেম, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল এবং শাফেয়ি মাজহাবের অধিকাংশ আলেমের মত —তাঁরা প্রাথমিক যুগের হোন বা পরবর্তী যুগের।

maqtabethaqalayn.com

সূত্র:
আল-মুহায্‌যাব ফি ‘ইলম উসূল আল-ফিকহ আল-মুকারান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৫৩/৯৭২

المذهب الأول : أن قول الصحابي حُجَّة مطلقاً ، أي : سواء وافق القياس ، أو لم يوافقه ، وسواء كان الصحابي من الخلفاء الراشدين، أو من غيرهم .

وهو مذهب أكثر الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، وكثير من الشافعية ، وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديد والقديم كما ثبت عنه في كثير من فروعه .

وهو الحق عندي بشرط : أن يكون الصحابي المحتج بقوله وبفعله
هو : الص… كتابي « مخالفة
الصحابي … واختص به
اختصاص … : « صاحب
فلان » ع… : الخلفاء
الأربعة ، … يد ، وأنس،
وأبي هرير… ملازمة النبي
ﷺ ، … على التأسي
والاقتداء … النبي ﷺ –
مرة أو مر… للنبي ﷺ ،
فلا يمكن …
وقد ا…

الدليل … رجت للناس
تأمرون با…

وجه … ما يأمرون به
معروف …

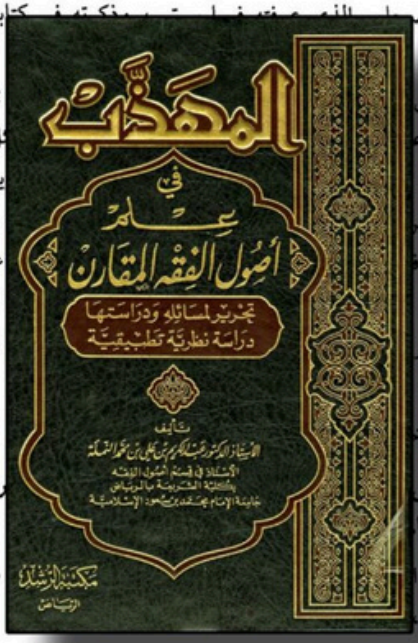

الدليل الثاني : أن قول الصحابي إن كان صادراً عن رأي واجتهاد،

maqtabethaqalayn.com

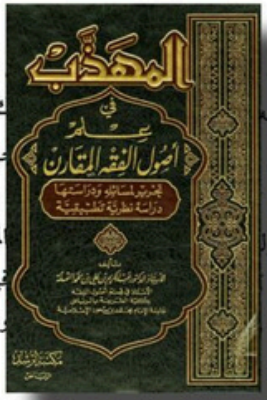

لرأي الحنفية والحنابلة
رأت الحامل دماً ، فإنه

ومنها : أن رأي
استثمار ، واحتج بما
الشافعي وأحمد ، و
الإمام مالك ، أما
وجوب الاستثمار ،
النفس .

لا تحيض ، فإذا
الصلاة لأجله .

ها أبوها من غير
وعلى ذلك الإمام
المدينة كما هو عند
فإنهم يذهبون إلى
وهو الذي تميل إليه

المسألة الرابعة : إجماع أهل البيت والعترة هل هو حُجَّة ؟

لقد اختلف في ذلك على مذهبين :

المذهب الأول : أن إجماعهم ليس بحُجَّة .

وهو مذهب جمهور العلماء ، وهو الحق ؛ لما ذكرناه في المسائل الثلاث السابقة من أن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع من الكتاب والسُّنَّة لا تدل إلا على حجية قول جميع الأُمَّة ، وهؤلاء بعض الأُمَّة وبعض المؤمنين فلا ينعقد الإجماع بهم .

المذهب الثاني : أن إجماعهم حُجَّة .

وهو ما ذهب إليه الشيعة الإمامية والزيدية ، ويقصدون بأهل البيت والعترة : عليّ بن أبي طالب وولديه : الحسن والحسين ، وزوجته فاطمة - رضي الله عن الجميع - .

أدلة هذا المذهب :

الدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ﴾ .

একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনার দাবি রাখে। যাঁদের পবিত্রতার সাক্ষ্য স্বয়ং কুরআন প্রদান করেছে (সুরা আল-আহযাব, আয়াত ৩৩), যাঁদের ওপর দরুদ পাঠ করা নামাজের একটি অপরিহার্য অংশ, এবং যাঁদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন—
“আমার আহলুল বাইত সম্পর্কে তোমাদের আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি” (সহিহ মুসলিম)—
সেই আহলুল বাইতের (আলাইহিমুস সালাম) ইজমাকে অপ্রামাণ্য বলে গণ্য করা হয়।

অপরদিকে, যে কোনো সাহাবী—তিনি বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করুন বা মাত্র এক-দুটি হাদিস বর্ণনা করে থাকুন—তাঁর ব্যক্তিগত মতামতকে চূড়ান্ত দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।
এ ধরনের অবস্থানকে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ গবেষণামূলক মানদণ্ড বলা যায় না; বরং এটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আহলুল বাইতের প্রতি শত্রুতার ভিত্তিতে নির্মিত একধরনের দলীয় পক্ষপাতিত্বেরই প্রকাশ।

সমাপ্ত